হজরত আয়েশার (রাঃ) সাক্ষাতকার

(৫)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

- আয়েশা এবারে কোরআনের আরেকটি সুরার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি, যে সুরাটি নাজিল হয়েছিল আপনাকে ঘিরে। সুরা আন্-নুর।

- আমি জানতাম এক পর্যায়ে আপনি এই কথাটা তুলবেন। আমি আমার ষ্টেইটমেন্ট বদলাবোনা। আগে যা বলেছি আজও ঠিক সে কথাই বলবো। বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ব্যাপার। আমার কথা পরে শুন্বেন আগে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ কি বলেন শুনা যাক-

‘এটা একটি সুরা আমি অবতরণ করেছি, পালনীয় হিসেবে,
সু-স্পষ্ঠ আয়াতসমুহ দিয়ে
যাতে তোমরা স্মরণ রাখতে পারো।
ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারি পুরুষ,
তাদের উভয়কে একশো বেত্রাঘাতে চাবুক মারো।
আর আল্লাহ্র বিধান কার্যকারী করণে
তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়
যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস করো।
আর এ শাস্তি যেন মুমিনগণ দেখতে পায়।

ব্যভিচারি পুরুষই বিয়ে করে ব্যভিচারিণী নারীকে
আর ব্যভিচারিণী নারীই বিয়ে করে ব্যভিচারি পুরুষকে।
এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।

যারা সতি-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়
অথচ চারজন সাক্ষী যোগাড় করতে পারেনা,
তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে, আর
তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহন করবেনা, এরাই নাফরমান।
তবে তাদের ক্ষেত্রে ছাড়া, যারা তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়।
আর যারা নিজের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে
এবং নিজে ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষী থাকেনা,
তারা আল্লাহ্র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দিবে যে,
সে যা বলছে তা সত্য।
আর পঞ্চম বারে বলবে যে,
সে যদি মিথ্যা বলে তাহলে তার ওপর আল্লাহ্র গজব পড়বে।

আর নারীর ওপর থেকে শাস্তি মওকুফ করা হবে যদি,
সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে,
তার স্বামী মিথ্যা বলছে
আর পঞ্চম বারে বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়

তা-হলে তার নিজের ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়বে।

তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র দয়া না থাকলে-
কত কিছুইনা হয়ে যেতো।
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

যারা অপবাদ রটনা করেছে (আয়েশার ওপর)
তারাতো তোমাদেরই দলের লোক।
তোমরা এটাকে খারাপ মনে করোনা
বরং তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক।
তারাই শাস্তি পাবে যারা কুৎসা রটনা করেছে,
আর যে প্রধান ভুমিকায় ছিল (আব্দুল্লাহ্‌ বিন-উবেহ)
তার জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তোমরা যখন ঘঠনা শুন্‌লে,
তখন তোমাদের আপনজন সম্মন্ধে সৎ-ধারণা করোনি।
তোমরা বলোনি কেন, এ'তো ডাহা মিথ্যা।
তারা কেন চারজন সাক্ষী আনতে পারলোনা
সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী।
যদি তোমাদের প্রতি ইহকালে পরকালে আল্লাহ্‌র দয়া না থাকতো
তোমরা যা করেছো (কুৎসা রটনা)
তার জন্যে নিশ্চয়ই গজব এসে যেতো।

তোমরা ঘঠনাটি মুখে মুখে বলছিলে
আর মানুষের কাছে ছড়াচ্ছিলে
অথচ তোমরা সত্যটা জানোনা
তোমরা মনে করেছিলে ঘঠনাটি তুচ্ছ
কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল গুরুতর ব্যাপার।

- আয়েশা, সুরাটি নাজিল হয়েছিল ঘঠনার কতদিন পরে?

- অনেকদিন পরে। তবে আপনাদের সময়ের মত সেকালে ব্লাড-টেষ্ট বা ডি,এন, এ, টেষ্ট করার কোন উপায় ছিলনা, সুতরাং আল্লাহ্‌র কসম আর গজবের দোহাই দেয়াই ছিল সত্যতা যাচাই করার একমাত্র উপায়।

- ঠিকই বলেছেন। ব্লাড-টেষ্ট বা ডি,এন,এ, টেষ্ট পদ্ধতি তখন আবিস্কার হলে কোরআনের তিনটি সুরা যথা- আল্‌-আহজাব, আন্‌-নুর আর আত্‌-তাহরিম হয়তো লিখা হতোনা, আর হলেও অন্যভাবে লিখা হতো। তিন তিনটা পারিবারিক কেলেংকারী ঘঠনা !

- আল্-আহ্জাব সুরা নাজিল হওয়ার কারণকে কেলেংকারী ঘঠনা বলা যায়না। ঐ সুরা নাজিল হয়েছিল নবীজী তাঁর পালক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করার কারণে।

- আর এই জয়নবের ঘরে নবীজীর সামান্য মধু খাওয়া নিয়ে আপনি আর হাফসা কি কান্ডটাই না করলেন, যার জন্যে আল্লাহকে কেইসটা হাতে নিতে হলো।

- এমন কোন লঙ্কা-কান্ডতো আর ঘঠেনি। নবীজী বেশী বেশী জয়নাবের ঘরে সময় কাটাতেন, তাই স্ত্রী হিসেবে আমরা স্বামীর সাথে একটু জৌক করেছিলাম। আমরা শুধু বলেছিলাম- আপনি কি খেয়েছেন, মুখ থেকে খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে। ব্যস, গুস্বা করে একেবারে একমাসের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

- আচ্ছা, আমরা কথায় কথায় আমাদের মূল সাবজেক্ট থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। আমরা জানতে চেয়েছিলাম হজরত আলীর বিরুদ্ধে আপনার অস্ত্রধারণ আর সুরা আন্-নুর কেন নাজিল হয়েছিল, কোন্ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নারী পর্দা, নারীর ঘরে অবরোধ থাকা ও নবী-পত্নীগণের ওপর বিধবা প্রথার প্রচলন হলো।

- দেখুন 'জঙ্গে জামাল' ছিল ইসলাম-পূর্ব সমাজের ভেতর পুরাতন দ্বন্ধ আর ইসলাম-পরবর্তি নতুন সমাজে সৃষ্ট, বহুদিনের পুঞ্জীভুত, অন্যায়, অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষের সম্মিলিত এক্স্প্লোশন। 'জঙ্গে জামাল' এর কারণ জানতে হলে, সুরা আন্-নুর নাজিল হওয়ার পেছনের ঘঠনাটা জানার প্রয়োজন আছে।

তখন ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসের এক কাক-কালো রাত্রি। বনি-আল্ মুসতালিক গোত্রে আক্রমন করা হবে। নবীজী যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে লটারীর মাধ্যমে সিলেক্ট করতেন তাঁর কোন্ ওয়াইফকে সঙ্গে নেবেন। লটারীতে আমার নাম উঠলো। নবীজী কমান্ডার ইন্ চীফ, আমিও তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলোনা, নিশীত রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার সময় শত্রু-পক্ষকে দেয়া হয় নাই। বনি-আল্ মুসতালিক গোত্র ঘুম থেকে উঠে দেখলো তাদের বাড়ি ঘর, এলাকা সব-কিছু মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। তাদেরকে বন্দী করে গণিমতের মাল-পত্র নিয়ে আমরা বাড়ি ফেরার পথে মদীনার অদূরে 'মুরাইসী' নামক এক যায়গায় বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে হজরত ওমরের এক ভৃত্য ও মদীনার আন্সারী 'খাজরাজ' গোত্রের কিছু মানুষের মধ্যে ঝগড়া হয়। পানি উত্তোলন নিয়ে ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌছিল যে মদীনার প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবেহ্ বলতে শুরু করলেন- 'মদীনাবাসী, দেখো শরণাথীদেরকে আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। খাল কেটে তোমরা কুমীর এনেছ, আদর করে তোমরা এই অকৃতজ্ঞ জাতীকে মাথায় তুলেছ, তোমাদের সহায় সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছ, এখন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচ-মনাদেরকে তাড়াতে হবে।' তিনি রিতিমত মদীনার স্বাধীনতা ঘোষনা করে দিলেন। মোহাম্মদ কোন রকম বিষয়টা সামাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। আমার মাল-পত্র আমার উটের মাচায় উঠানো হলো, কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলোনা যে আমি উটের ওপরে নেই।

ফিরে এসে দেখি তারা সবাই চলে গেছেন। আমার সাথে একটি চাদর ছিল। দলের লোকজন যখন জানতে পারবে আমার উটের ওপরে আমি নেই, তারা নিশ্চয়ই আমার খোঁজে এখানে ফিরে আসবে, এই আশায় আমি চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে বসে পড়ি। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর বেলা সাফওয়ান বিন্ মু'তাল সোলাইমি এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় চিন্তে পারলেন। তিনি এর আগে আমাকে বহুবার দেখেছেন। চিৎকার করে বলতে থাকলেন- 'আহারে ! কি দুঃখের বিষয়, নবীজীর স্ত্রীকে ফেলে সবাই চলে গেলো।' তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে আমি উঠে বসি। সাফওয়ান আমার সাথে কোন কথা না বলে তাঁর উটকে আমার সামনে নত করে দেন। আমি তার উটের ওপর আরোহন করি। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় আমরা আমাদের দলকে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। কেউ ঘুনাক্ষরেই জানতে পারেনি আমি যাত্রার প্রায় অর্ধেক সময় তাদের সাথে ছিলামনা।

- আয়েশা ওয়েইট এ মিনিট প্লীজ। অন্য একটি সৌর্স থেকে ঘঠনার বিবরণীতে জানা যায় যে, আপনি যখন দ্বি-প্রহরে দলের ক্যাম্পের কাছাকাছি হলেন তখন অনেকেই চিৎকার করে বলেছিলেন- ঐ যে আয়েশা আসছে, এইতো আয়েশা। আব্দুল্লাহ্ বিন উবেহ্ বলেছিলেন- 'সর্বনাশ ! দেখো দেখো নবীজীর স্ত্রীর কারবারটা দেখো, সাফওয়ানের সাথে সারা রাত কাটায়ে এখন ফিরে এসেছেন সেই মানুষটাকে সঙ্গে নিয়ে।

- আপনি আব্দুল্লাহ্র বর্ণনা শুন্বেন, না আমারটা?

- স্যরি। প্লীজ ক্যারী অন্।

- মদীনায় পৌছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে রইলাম। একমাস পরেও আমার কল্পনায় মোটেই আসেনি যে আমি কোথাও কোন অন্যায় করেছি। আমিতো সে ঘঠনা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ এক মাস পরে আমার মনে হল নবীজী যেন আগের মত আমার কাছে আসেননা, রোগ শুনেও দেখতে আসেননা, কথাও বলেননা। আমার মনে সন্দেহ হল, বিষয়টা কি? কিছুদিন পর দুর্বল শরীর নিয়ে আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাই। মায়ের কাছে থাকাকালিন সময়ে এক রাতে মিস্তাহ্ নামের একটি ছেলের মায়ের সাথে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে হঠাৎ মিস্তাহের মা হুচট খেয়ে পড়ে যান। চিৎকার করে বলেন-' মিস্তাহ্ তোর ওপর আল্লাহ্র গজব বর্ষিত হউক। আমি বল্লাম- তুমি এ কেমন মা, নিজের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছো? মহিলা বল্লেন- ওমা, তুমি কি জানোনা মিস্তাহ্ সহ আরো অন্যান্যরা তোমার ওপর কেমন কেলেংকারী রটাচ্ছে? আমারতো মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। শরীরের রক্ত হীম হয়ে গেল। দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে সারা রাত কেঁদে কাটালাম। পরের দিন খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেংকারী রটনায় অগ্রনী ভুমিকায় রয়েছেন আমার স্বতীন জয়নবের বোন হামনাহ্, বিখ্যাত মুসলিম কবি হাসান বিন তাহ্বিত, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহকারী হজরত মিস্তাহ্ এবং আরো কয়েকজন সত্যিকারের গন্য-মান্য মুসলমান। আমার অনুপস্থিতে স্বামী আমার বাবা, হজরত ওমর, হজরত উসমান ও আলীর পরামর্শ নিলেন। আলী ব্যতিত সকলেই এই বলে উপদেশ দিলেন-

ছাড়াছাড়ির দরকার নেই, আমরা বিশ্বাস করি আয়েশা ভাল চরিত্রের। আর এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কেরও প্রয়োজন নেই, বিষয়টার এখানেই সমাপ্তি হওয়া উচিৎ। তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে নবীজী সকলকে মসজিদে সমবেত করে যে ভাষন দেন, তা-ই ছিল সম্পূর্ণ সুরা আন্-নুর। এখানে আল্লাহ নারীদের, বিশেষ করে নবী পত্নীগণের প্রতি একস্ট্রীম পজিশনে চলে যান। সুরার মধ্যভাগে কড়া-কড়া নির্দেশ জারী করা হয়।

এবার বলি মিষ্টার আলী ইবনে আবু তালিব কি পরামর্শ দিয়েছিলেন। আলী বল্লেন-‘ আব্বাজান, ওকে তালাক দিয়ে দিন, ও আপনার জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে।’ যদিও নবীজী আলীর কথা শুনেননি তবু আমিতো কোনদিন ভুলতে পারিনা। আলীর কোন্ পাঁকা ধানে আমি মই দিয়েছিলাম? আমার সাথে, আমার বাবার সাথে তাদের কেন এতো শত্রুতা? আমার রূপ-যৌবন? বাবার খেলাফত ও সম্পত্তি? আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ফাতেমা আসলেন তার বাপের সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে। কেন, আমি কি তখন জীবিত ছিলাম না? আমি কি নবীর স্ত্রী ছিলাম না? আমি যখন উসমানের আমলে আমার ভাতা দাবী করলাম, আর কেউ বাধা দিলনা, ফাতেমা এসে বাধা দিলেন- আয়েশাকে ভাতা দেয়া যাবেনা? কেন, আমার অপরাধটা কি ছিল? আমার বাবার খেলাফত যখন এরা দু’জন অস্বীকার করেণ, আমি তখন আর ছোট্ট অবোধ বালিকা ছিলাম না। একজন নবীর মেয়ে হিসেবে আরেকজন নবীর জামাতা হিসেবে তাদের গগন-চুম্বী অহমিকার আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাকে মেরেছেন সারাটা জীবন। বাল্যকাল থেকে বারো সতীনের জ্বালা সইতে হয়েছে। যৌবনে ওমর দুঃখ দিয়েছেন, উসমান নবীর স্ত্রী হিসেবে সামান্যতম মুল্যায়ন করেননি, আলী ও ফাতেমা অসম্মানী করেছেন। ১৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম। নবী পরিবারের কেউ কোনদিন একটু সহানুভূতিও দেখাননি। লোকে বলে, শেষ বয়সে আলী আমাকে খুব সম্মানে রেখেছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আলী আমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। আমি গৃহে বন্দী থাকার মত মেয়ে ছিলামনা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, জামাল যুদ্ধে জয়ী হতে পারিনি। আদর্শচ্যুত বিভ্রান্ত মুসলিম সমাজে ন্যায়, ইন্সাফ কায়েম করা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল জঙ্গে জামালের মূল লক্ষ্য।

- আয়েশা, রজনী প্রভাত হওয়ার আর বেশী বাকি নেই। আপনার আশা, আপনার সপ্ন বাস্তবায়নে জগতের নতুন প্রজন্মের নারী সমাজ এগিয়ে আসুক, এই আশা ব্যক্ত করে এবার বিদায় নেবো। আপনাকে আমি ও আমার অগণিত পাঠকদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সমাপ্ত।